ভোরের কাগজ

JAN 05 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭ ....

ঢাকা বইমেলা

ছুটির দিনে কিছু দর্শক এলেও বিক্রি নিয়ে হতাশ প্রকাশকরা

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আরোপিত নীতিমালার কোনোটাই মানা হচ্ছে না ৮ম ঢাকা বইমেলায়। স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে কমপক্ষে ২৫টি বই এবং গত ১ বছরে ১০টি বই প্রকাশ করেছে এমন প্রকাশনাগুলোরই কেবলমাত্র মেলায় স্টল পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। এ ব্যাপারে যেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষেরও খেয়াল নেই। ফলে দায়সারা গোছের নিছক আড্ডাস্থলে পরিণত হয়েছে ৮ম ঢাকা বইমেলা প্রাঙ্গণ।

গতকাল শুক্রবার ছিল বইমেলার চতুর্থদিন ও প্রথম সাধারণ ছুটির দিন। তাই অন্যান্য দিনের তুলনায় দর্শক ও ক্রেতা সমাগম ছিল কিছুটা বেশি। ছুটির দিন হিসেবে বইমেলা সকাল ১১টা থেকে খোলা থাকলেও ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের আশা শুরু হয় সন্ধ্যায়। সপরিবারে এসেছেন অনেকেই। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শিশু। তবে ক্রেতার সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি স্টল মালিকদের। একজন প্রকাশক জানান, ভেবেছিলাম ছুটির দিন হিসেবে বিক্রি বাড়বে। কিন্তু ভীষণ হতাশ হয়েছি। অন্যদিকে মেলায় আগত একজন এনজিও কর্মকর্তা জানান, মেয়েটাকে নিয়ে ওয়ান্ডার ল্যান্ডে যাবো, এখানে একটু ঘুরে গেলাম। তাছাড়া কেনার মতো তেমন কোনো বই নেই। স্টলে সাজানো অধিকাংশ বই অনেক আগেই বাজারে বেরিয়েছে।

এদিকে ঢাকা বইমেলার বয়স আট বছর হলেও, গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের মেলার পরিবেশ রক্ষার অদক্ষতার ব্যাপক অভিযোগ করেছেন মেলায় অংশ নেওয়া প্রকাশনা ও আগত, দর্শনার্থীরা। মেলার তৃতীয় দিন খাবার দোকান মালিকদের মেলার বাহির প্রাঙ্গণ থেকে বের করে দিলেও, গতকাল আবার তাদেরকে পূর্বের জায়গায় খাবার বিক্রি করতে দেখা গেছে। ফলে আবার শুরু হয়েছে খাবার বিক্রির জন্য হৈচৈ, মেলায় আগতদের হাত ধরে টানা হেঁচড়া। নতুন মাত্রা হিসেবে মেলায় সংযুক্ত হয়েছে চাঁদাবাজি। মেলার বাইরের প্রাঙ্গণে খাবার দোকান মালিকদের কাছ থেকে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু করেছে পুলিশ। গত দুদিন ধরে পুলিশ দোকান প্রতি চাঁদা তুলছে ২০ টাকা করে।

মেলায় অন্য প্রকাশের স্টল থেকে গত ২ জানুয়ারি রাতে বই চুরি যাওয়ায় একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে বিভিন্ন স্টল মালিকদের মাঝে। তবে এই বই চুরির ঘটনাটি ঢাকা বইমেলার জন্য নতুন নয়। প্রতি বছরই বিভিন্ন স্টল থেকে বই চুরি যায় প্রচুর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধি জানান, ৬ষ্ঠ বইমেলাতে গভীর রাতে স্টলের টিন কেটে বইসহ দুটি র‍্যাক চুরি গেছে আমাদের। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। এ বিষয়ে গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জানান, এবারের বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করবো আমরা। আর তাছাড়া এর প্রতিরোধে পাহারা ব্যবস্থাও জোরদার করেছি।

ধুলো ও ময়লার প্রকোপ থেকে গতকালও মুক্ত হতে পারেনি মেলায় আগত দর্শনার্থী ও স্টল মালিকরা। প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী মেলা উদ্বোধনের পর থেকে আর পানি ও মশার ওষুধ ছিটানো হয়নি মেলার ভেতর ও বাহির প্রাঙ্গণে।

এদিকে কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় বিনা অনুমতিতে পশ্চিম পাশে বিশাল এক খাবারের দোকান খুলে বসেছে বিদ্যুৎ সংযোগে নিয়োজিত কর্মীরা। পূর্বদিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর পাশের খোলা জায়গায় কফি বিক্রির অনুমতি দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঐ স্টলের প্রতিনিধিরা। তারা বলেন, এর ফলে আমাদের বিক্রির খুব অসুবিধা হচ্ছে। অথচ নির্দিষ্ট দুটি খাবার দোকান ছাড়া অন্য কাউকে খাবার বিক্রির অনুমতি দেওয়ার কথা নয়। গতকাল মেলা প্রাঙ্গণে শুধু কার্টুনিস্ট আনিসুল হক ছাড়া অন্য কোনো লেখককে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে শিরীন পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশক জানান, এ মেলার প্রতি প্রবীণ লেখক সাহিত্যিকদের আগ্রহ খুবই কম। তবে কিছু তরুণ লেখককে দেখা গেছে মেলা প্রাঙ্গণে। আর আনিসুল হক বলেন, এই মেলাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে— যদি স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করা যায়, তবে এটি আন্তর্জাতিক মেলায় রূপ পেতে পারে নির্দ্বিধায়।

অবশ্য মেলায় কিছু কিছু নতুন বই আসতে শুরু করেছে। গতকাল মেলায় আসা নতুন বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কল্পদূত প্রকাশিত জনপ্রিয় ছড়াকার তারিকুল ইসলাম শান্তর লিখা ৫টি বই— এক ডজন ভৌতিক গল্প, এক ডজন হাসির গল্প, এক ডজন সাইন্স ফিকশন, কমিকস ভল্যুউম ৫ম পটকার বটকাবাজি, ওয়ার্ড বুক ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত রোমেন রায়হানের মজার বই এই বইটা চোরের ইত্যাদি।

মেলা প্রাঙ্গণে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত লেখক-পাঠক মুখোমুখির দ্বিতীয় দিনে গতকাল উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবের ও লেখক অনুবাদক ড. ফখরুজ্জামান চৌধুরী। তবে দর্শক সমাগম কম হওয়ায় মোটেই জমেনি অনুষ্ঠানটি। আজ ৮ম ঢাকা বইমেলার পঞ্চম দিন। 'লেখক-পাঠক মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে লেখকদের মধ্যে অংশ নেবেন লেখক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী ও কথাসাহিত্যিক শওকত আলী।